বাংলা হিন্দু মুসলমানের দেশ। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় অর্ধেক। বাংলার লেপ্টেনেট গবর্নরের শাসনাধীন দেশে যত মুসলমান আছে, সমস্ত তুর্কের সাম্রাজ্যে তত আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের মধ্যে হিন্দুরা মুসলমানদিগের বড়ো একটা খবর রাখেন না। এই সকল মুসলমানেরা কিন্তু বাঙালি, বাংলার উপর হিন্দুদিগের যত টান, মুসলমানদিগের তদপেক্ষা কোনো মতেই কম নহে। অনেক মুসলমান লেখক বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। মুসলমানেরা দুই-তিনখানি বাংলা সংবাদপত্র চালাইয়া থাকেন, তাহার বাংলা অন্যান্য বাংলা সংবাদপত্রের বাংলা হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। মীর

মোশার্‌রফ হোসেন 'বিষাদ সিন্ধু' নামক যে পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন, তাহা বাংলার একখানি মহারত্ন।[১] উহার মহরম পর্ব ও উদ্ধার পর্ব পাঠ করিলে মহম্মদের পরবর্তী মুসলমানগণের ইতিহাস, আচার, ব্যবহার, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি সুন্দররূপে জানিতে পারা যায় ও মুসলমানেরা সেই সময়ে নব ধর্মের উত্তেজনায় পড়িয়া যেরূপ উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারো কিয়দংশ পাঠকগণের মনে সংক্রামিত হয়। মীর মোশার্‌রফ হোসেনের 'বসন্তকুমারী' নাটকও উৎকৃষ্ট বাংলায় লিখিত।

যে-সকল মুসলমান লেখক এই-সকল বাংলা গ্রন্থ বা বাংলা সংবাদ-পত্র রচনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই সুশিক্ষিত লোক। কিন্তু অশিক্ষিত মুসলমানেরাও বাংলা ভাষায় বহুতর পুস্তক লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের পুস্তক যে ভাষায় লিখিত হইয়া থকে, তাহাকে মুসলমানি বাংলা কহে। মুসলমানি বাংলাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে পারা যায় না। উহা বাংলাভাষার একটি অবান্তর ভাগ মাত্র। মুসলমান লেখক যে জেলায় বাস করেন, সেই জেলার অনেক প্রচলিত কথা তাঁহার গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয়। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উর্দু, আরবি ও পারসি মিশ্রিত হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ববাংলা হইতে অনেকগুলি মুসলমানি বাংলা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। শ্রীহট্টের পুস্তকগুলি 'কাটনাগরি' নামক অক্ষরে লিখিত। শিয়ালদ হাজিপাড়ায় কাটনাগরির একটি প্রেস আছে, প্রতি বৎসর সেই প্রেস হইতে অনেকগুলি পুস্তক প্রচারিত হয়; সাধারণত মুসলমানি বাংলা পুস্তক। বাংলা পুস্তক যেখানে শেষ হয়, সেইখান হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু দুই-একখানি পুস্তক বাংলা পুস্তকের ন্যায় আরম্ভ হইতেও দেখিয়াছি। উর্দু ও পারসি যেরূপ প্রতিছত্র ডাইনদিক হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিকে যায়, মুসলমানি বাংলার সেরূপ নহে। মুসলমানি বাংলার ছত্রগুলি বামদিক হইতে ডাইনদিকে যায়। কেবল কেতাবখানি আমরা যাহাকে শেষ দিক বলি, সেই দিক হইতে আরম্ভ হয়। মুসলমানি বাংলা গ্রন্থ অধিকাংশ কলিকাতা, ঢাকা ও কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহ জেলারও কোনো কোনো স্থানে মুসলমানি বাংলার ছাপাখানা আছে।

মুসলমানি বাংলায় বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক নাই। মুসলমানদিগের আইন ও ধর্মের পুস্তকের সংখ্যাও অতি অল্প। এই ভাষায় যত পুস্তক বাহির হয়, তাহার অধিকাংশই গল্পের বহি এবং পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে লিখিত। এই-সকল গল্পের বহি বা কেচ্ছার কেতাবে যেমন বাংলা ও পারসি শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ হিন্দুর দেবদেবীর সঙ্গে মুসলমান পীর-ফকিরের কথাও একত্রে লিখিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, হাসেন, হোসেন আলি একত্রে জড়িত হইয়া একরূপ অপূর্ব শোভা ধারণ করে। এই ভাষার একখানি পুস্তকের নাম 'শুজ্জু উজালবিবির কেচ্ছা'। এই পুস্তকের গোড়ার কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিতেছি—

"আল্লা আল্লা বল ভাই যত মমিনগণ,
শুর্জ্জু উজাল বিবির কিছু শুনা দিয়া মন।
শুর্জ্জু উজাল বিবি যদি শুজ্জু পানে চায়,
দেখিয়া আশমানের শুর্জ্জু সেই লজ্জা পায়
শুজ্জ উজাল বিবিএর ছাই অঙ্গনাল
আছমানের চন্দ্র দেখে হয় ময়লাহাল।"

গল্পটি অতি সুন্দর।

মহম্মদের জামাতা আলি মহম্মদের কন্যা ফতেমাবিবির এন্তেকালের পর হনুফাবিবি নামক আর একটি কন্যা বিবাহ করেন। হনুফাবিবির পুত্রের নাম হানিফা। হানিফার পাঁচ বিবাহ।

"পহেলা করেছে সাদি মল্লিকা আকার,
তার পরে করে সাদি জৈগুন সুন্দর।
সোম্‌বওভানে করে সাদি জোরে পাইলওয়ান,
তার পরে করে সাদি বিবি সোণাভান।
পবনবু-মারী বিয়া করে আপনার জোরে,
এই পঞ্চ বিবি দেব হানিফার ঘরে।"

একদিন হানিফা পাঁচ বিবির সঙ্গে বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছেন, এমন সময়ে হানুফাবিবি বলিলেন, "আজি আমার ঘরে তোমাদের খানা খাইতে হইবে।" সকলে খানা খাইতে বসিয়াছেন, হানিফা বিবিদের রূপ দেখিয়া এমতো মোহিত হইয়াছেন যে, তাঁহার

হাতের গ্রাস পাতে পড়িয়া গেল, মুখে আর উঠিল না। ইহা দেখিয়া সাদোয়ান (খানার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) আল্লার নিকটে গিয়া ফরিয়াদ করিল যে—

"ফরিয়াদ আমার এই শুন পাক সাই,
হুকুম কর আমি আজ দুনিয়া ছেড়ে যাই।
যাইয়া যে নিজপুরি রহি ছাপাইয়া,
মরুক হানিফা তবে মোরে না চিনিয়া।
আমাকে ভুলিয়া দেখে নারির ছরত,
আমি বিনে ছরাত রহে কেয়াছা ভাত।
আল্লা বলে সাদোয়ান থাকহ সংসারে,
সবার কেছমকে থাক মার হানিফারে।
এত যদি কহিলেন আপনি নিরঞ্জন,
জৈগুন বিবি জানিল গায়েরে তখন।"

জৈগুনবিবি আল্লা-দরবারের কথা জানিতে পারিয়া কানে কানে সোনাভানকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় হানিফা বলিলেন, তোমরা কী বলাবলি করিতেছ ? তখন জৈগুন বলিলেন যে, তুমি আমাদের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছ, কিন্তু আমাদের অপেক্ষাও সুন্দরী এক বিবি আছে—

"এমনি ছুরত তাহে দিল বারিতালা,
চন্দ্র কে জিনিয়া তার ছুরত উজালা।"

শুনিয়াই হানিফা সেই বিবির জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, কিছুতেই তাঁহার নিবৃত্তি হইল না। তিনি সেই রমণীর অন্বেষণে যাইতে উদ্যত হইলেন। বিবিগণ কান্দিয়া বলিতে লাগিল—

"কলেমা পড়িনু মোরা জাত মজাইয়া,
আকবত পাব বলি ভরসা করিয়া।
তাহাতে করিলে তুমি সবারে নৈরাশ,
আর না যাইব মোরা মা বাপের পাস।"

কিন্তু হানিফার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, হানিফা আহার ত্যাগ করিল। হানুফা একদিন খানা পাকাইয়া সামনে ধরিলেন, কিন্তু সাদোয়ান ফুল

হইয়া উড়িয়া গেল, সকলে কান্দিয়া আকুল হইল। হানিফা বলিলেন—

"হানিফা বলেন আমি দানা নাহি খাব,
আল্লার নামেতে তবে ফকির হইব।
তছ্‌বি হাতে নিল মর্দ্দ ত্যাজিছিল ছেবে,
ফকির হইল মর্দ্দ আল্লার রাহা পরে।"

তখন হানিফা বারকোটে গিয়া শুর্জ উজালবিবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। আট দিন অনাহারে নিরন্তর ভ্রমণে একান্ত ক্লান্ত হইয়া হানিফা নদীতীরস্থ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করত আল্লার নাম লইতে আরম্ভ করিলেন। আশা বৃক্ষ নদীগর্ভে পতিত হইয়া তাহার জীবলীলা সাঙ্গ করিবেন। জিবরিল তখন অত্যন্ত কাতর হইয়া আল্লার নিকট হানিফার দুর্দশার কথা বর্ণন করিলেন, তখন—

"আল্লা বলে জিবরিল শুন দিল দিয়া,
ঘোড়া খেতুর পাখী আছে আন বোলাইয়া।
হানিফার দোসর হউক যাইয়া নিকটে,
পাইবে খাইতে খানা গেলে বারকোটে।"

স্মরণমাত্র ঘোড়া খেতুর উপস্থিত হইল। আল্লাতালা তাহাকে হানিফার পথপ্রদর্শক হইয়া বারকোটে লইয়া যাইতে বলিলেন। আজ্ঞামাত্র ঘোড়া খেতুর হানিফার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বারকোটে লইয়া যাইবার কথা বলিল। বারকোটের নাম শুনিয়াই হানিফা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ বারকোট? যেখানে শুজ্জু উজাল-বিবি আছেন? ঘোড়া খেতুর বলিল, হাঁ। তাহা শুনিয়া হানিফা হৃষ্টচিত্তে পক্ষীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া হানিফা ঘোড়া খেতুরকে বলিলেন, ভাই, তুমি একটু ডালের উপর বইস। আমি নমাজ পড়িয়া লই। হানিফার নমাজের এক অংশ উদ্ধৃত হইল।

"এলাহি আলয়ামীন আল্লা গোন কর মাপ,
আর না সহিতে পারি সাদোয়ানের তাপ।
মাপ কর আল্লাতালা আমার তছবির,
থোরা খানা দিলাও আল্লা আমার খাতির।"

তখন খোদা হানিফার কাতরতায় কাতর হইয়া জিবরিলকে স্মরণ

করিলেন এবং বলিলেন, জিবরিল, তুমি হানিফাকে মেবামতপুরে লইয়া যাও— যেখানে আজি মেহমানি যজ্ঞ হইতেছে। তথায় উহাকে খানা খাওয়াও। জিবরিল ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া হানিফার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মেহমানিতে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক ফকির উপস্থিত ছিলেন। জিবরিল তাঁহাকে বিছানার উপর বসাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। যথা সময়ে আদিম-গণ (পরিবেশনকারীগণ) খানা লইয়া আসিল। হানিফা বলিলেন, তোমাদের কল্যাণে আজি আমি ছয় মাসের পর খানা খাইলাম— বলিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু খোদার নাম লইলেন না, অমনি খোদার আজ্ঞায় সমস্ত অন্ন উড়িয়া গেল। অমনি সমবেত ফকিরগণ বলিয়া উঠিল, এই দুষ্ট ফকির ভূতের সাহায্যে আমাদের অন্ন উড়াইয়া দিয়াছে। বলিয়া হানিফাকে বাঁধিয়া মারিতে উদ্যত হইল। তখন হানিফা আপন পরিচয় দিলেন, যে রূপে সাদোওমানের ফরিয়াদে তাঁহার অন্ন বন্ধ হইয়াছে, তাহাও বিবৃত করিলেন। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে দুধ ও অন্যান্য খাবার আনিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না, সমস্ত খাদ্য দ্রব্য উড়িয়া গেল। হানিফা কাঁদিয়া ঘোড়া খেতুরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে বারকোটে গেলেন। তথায় শুজ্জু উজালবিবি যে মসজিদে নেমাজ পড়েন, সেই মসজিদে গিয়া বসিয়া রহিলেন। বিবি নেমাজ পড়িয়া হানিফাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? হানিফা আপন পরিচয় দিল। বিবি বলিলেন, তুমি যে নবীর খানদান, তাহার পরিচয় কিসে পাইব ? আমি তোমায় কতক-গুলি সওয়াল করি, তুমি তাহার জবাব দাও। বলিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া হানিফা পরদিন প্রত্যুষে জবাব দিবেন স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মাপুরুর শুষ্ক হইল। তখন ঘোড়া খেতুর আসিয়া বলিল, হানিফা, তুমি বড়ো বিপদগ্রস্ত হইয়াছ। এই-সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া তোমার কর্ম নয়। তুমি এই কর্ম করো, একগাছা পালক দিয়া যাইতেছি, তাই লইয়া থাকো, শুজ্জু উজাল সকালে আসিয়া —তুমি জবাব দিতে না পারিলে, আওয়াজে তোমায় ভস্মরাশি করিয়া ফেলিবে। তুমি যদি এই পালক সম্মুখে ধরো, তোমার কিছুই হইবে না। আমি আল্লার নিকট তোমার জন্য দরবার করিতে যাই। বলিয়া ঘোড়া

খেতুর আল্লার দরবারে গমন করিল এবং বলিল, সাদোয়ান বিহনে হানিফার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তাহাকে হানিফের নিকট না পাঠাইলে বিপদ উদ্ধার হয় না। আল্লা তখন সাদোয়ানকে কহিলেন, আর অভিমান করিয়া থাকিলে চলিবে না, তুমি যাও, হানিফের নিকট আবির্ভাব হও। সাদোয়ান অগত্যা তাঁহার মুখে উঠিল। হানিফার ধড়ে বুদ্ধি আসিল।

পর দিন যখন শুজ্জু উজাল উপস্থিত হইলেন এবং মনোমতো জবাব না পাইলেন, তখন ঘোরতর আওয়াজ করিলেন। পালকের বলে হানিফার কিছুই হইল না।

এ দিকে জৈগুন সেই আওয়াজ শুনিতে পাইলেন এবং স্বামীর বিপদ জানিতে পারিয়া শাশুড়ি হানিফাবিবিকে বলিলেন। হানিফা কাঁদিয়া গিয়া মক্কায় ফতেমাবিবি তাঁহার সপত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বারকোটে যাইতে বলিলেন।

ফতেমা রাজি হইলেন এবং আলির অনুমতি অনুসারে বারকোট যাত্রা করিলেন।

"অতএব ফতেমাজান বারকোটে দেশে,
শুরুজ করিল বন্ধ আপন বাতাসে।
শুরুজের জেত বন্ধ করিলেন আপনি,
ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়িলেন পবন তাহা জানি।
মাসেকের পথ মাতা আইল তিলেকে,
তবে নিজ মূর্ত্তি মাতা হন আপনাকে।"

যখন জগন্মাতা ফতেমা বারকোটে উপস্থিত হইলেন, তখন শুজ্জু উজালের আর সন্দেহ রহিল না, তিনি হানিফাকে নবীরে খানদান জানিয়া তাহার সঙ্গে বিবাহ করিলেন, হানিফা তাঁহাকে কলমা পড়াইয়া ধর্মে দীক্ষিত করিলেন এবং শুজ্জু উজাল আপনার সমস্ত ধনসম্পদ পাড়া-পড়শিকে বিলাইয়া দিয়া শ্বশুর বাড়ি গেলেন।

মুসলমানি বাংলার একটি কেচ্ছা পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া অদ্যকার মতো বিদায় হইলাম।

'বিভা'

ফাল্গুন, ১২৯৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে মুসলমানি সাহিত্য সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

"Musulmani Bengali is used by Mahomedans living in remote corners of Bengal, especially East Bengal. Education has not made much progress among them; they still believe in those strange events and wild stories which furnish matter for nursery tales; and writers among them show a license of imagination which is scarcely to be found among their more educated countrymen." (*RBL*, 1890, p. 5.).

১. মীর মশার্‌রফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২ খৃ.) রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু' মহরম পর্ব ১৮৮৫, উদ্ধারপর্ব ১৮৮৭ এবং এজিদ-বধ পর্ব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'বসন্তকুমারী নাটক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খৃ.। বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে তাঁর কয়েকটি বই সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য পাওয়া যায়।

গো-জীবন (১৮৮৯ খৃ.)

"The cow-protection movement, which has produced so much stir and excitement in other provinces of India, was not received with much enthusiasm by the Hindus of Bengal, as would appear from the complete absence of any work by Hindu writers on the subject. The only two works received are written by Muhammadans. Mir Mushāruf Hossein in his *Gojīvan* advocated on broad principles of humanity the protection of such a useful animal as the cow is

in India, while Naimuddin in his *Gokanda* quotes from the Koran and the Hadis, and proves that beef is lawful meat for Musalmans. The controversy between these two persons and their followers was carried on with some acrimony." (*RBL*-1889, p. 6)

উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০ খৃ.)
বিষাদ-সিন্ধু, এজিদ-বধ পর্ব

"...*Udāsīn Pathiker Maner kathā* and *Bishād Sindhu*, Part III, are written in Mīr Mosharruf Hosin's usual bold and attractive style. *Bishād Sindhu*, Part III, brings the novel on the early struggles of the Saracens to an end. The account given in it differs greatly from that given by authentic history ; but the Bengal Musalmans have moulded the early history of Islam in their own peculiar way by mixing much that is mythological and miraculous with it. The last scene describes Yezid as entering into a well where he now burns in perpetual hell-fire.

"*Udāsīn Pathiker Maner kathā* gives the causes of the Indigo Riots, describes the efforts of Government to suppress them by gentle and conciliatory means, and the effects on the native population produced by the durbar held by Sir Peter Grant at Pabna. The raiyats, who lived in constant dread of the planters, felt for the first time the majesty and grandeur of the British Raj, before which the planters sank into insignificance. The effects of the durbar, together with the establishment of a number of inferior courts of first instance, completely removed the causes that led to the riots." (*RBL*, 1891, p. 5).

মৌলুদ শরীফ (১৯০৩ খৃ.)

"There are two Muhammadan writers who stand pre-eminent for their works in standard Bengali. One is Maulavi Naimuddin, whose translation of the *Korān Sharif* has made much progress. The other is Mir Masāraf Hussain, who, though he has very strong sympathy for the Hindus, is still a staunch Muhammadan. His recent work, the *Maulud-Sharif*, shows what a deep reverence he has for his ancestral religion." (*RBL*, 1894, p. 6.).